ইউনিট 12

পুনঃবীমা
Re-insurance

ভূমিকা

আমরা জেনেছি বীমা কোম্পানীগুলো ঝুঁকির ব্যবসা করে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব নেয় এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু এ ঝুঁকির পুরোটা অনেক সময় বহন করা সম্ভব হয় না। এদিকে ব্যবসাটি না নিলে মুনাফাও অর্জন হয় না। এমন অবস্থায় বীমা কোম্পানি পুনঃবীমার মাধ্যমে নিজের ঝুঁকি কমিয়ে ফেলে। এ ইউনিটে আমরা পুনঃবীমার খুঁজিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিব। এবার তাহলে আসুন আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

পাঠ- ১ পুনঃবীমার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পুনঃবীমার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পুনঃবীমার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পুনঃবীমা (Reinsurance): যখন একজন বীমাকারী তাঁর বীমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য বীমাকারীর নিকট বীমা করে তখন তাকে পুনবঞ্চীমা বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বীমাকারী বীমাগ্রহীতা এবং ২য় বীমাকারী পুনবীমাকারী বলে গণ্য হবে। যেমন ধরুন সাধারণত; যখন একজন বীমাকারী কোন বিষয়বস্তুর বীমা গ্রহণ করার পর যদি মনে করে তাঁর পক্ষে সব ঝুঁকি এককভাবে বহন করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে, নিজে বীমা গ্রহীতা হয়ে তাঁর বীমাকৃত বিষয়বস্তু ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অন্য একটি বীমা কোম্পানীর নিকট বীমা করে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, 'ক' একটি বীমাকারী তার বীমাকৃত বিষয়বস্তু তার একার পক্ষে ঝুঁকি বহন করা সম্ভব নয় বলে মনে করে 'খ' নামক অন্য একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট বীমা করল। এটাকে পুনঃবীমা বলা হবে। "ক" কোম্পানী এখানে বীমা গ্রহীতা এবং "খ" কোম্পানী এখানে পুনবীমাকারী। সুতরাং পুনঃবীমা হল বীমার উপর বীমা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল বীমা গ্রহীতার সাথে পুনঃবীমাকারীর কোন সম্পর্ক নেই। মূল বীমা গ্রহীতা ও আদি বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি হবে সে চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা পুনঃবীমা নিয়ন্ত্রিত হবে। কোন কারণে প্রথম চুক্তি বাতিল হলে পুনঃবীমা চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুনঃবীমার ক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠান নিজের ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়। বীমাকৃত অংশের পুরোটা অথবা আংশিক বীমা পুনঃবীমা করা যেতে পারে। পুনঃবীমা এক সাথে বীমা কোম্পানী, বীমাকারী এবং সামগ্রিকভাবে বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা করে। পুনঃবীমার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এতক্ষণে পুনঃবীমা সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম। এবার আসুন কী কী কারণে পুনঃবীমা হয়ে থাকে তা বিস্তারিত জেনে নেই।

(ক) নমনীয়তা (Flxibelity)

পুনঃবীমা ছাড়া বীমা কোম্পানি বড় ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে না; ফলে সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবসা সংকোচিত হবে। কিন্তু পুনঃবীমা এ ধরনের পরিস্থিতি দূর করতে পারে। বীমা কোম্পানী বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ব্যবসাটি গ্রহণ করবে; কেননা নিজের ঝুঁকিটি আবার অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে নমনীয়তার কারণেই পুনঃবীমা চালু রয়েছে।

(খ) উন্নয়ন (Development)

বীমা কোম্পানী যদি নিজের ঝুঁকির কারণে অতিরিক্ত ব্যবসা গ্রহণ না করে তাহলে মোট বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না। ধরুন ইন্সোরেন্স কোম্পানির কাছে জাপানে পণ্য প্রেরণের বড় একটি চালানের ইন্সোরেন্স করার প্রস্তাব আসল। এখন যদি কোম্পানিটি এ ব্যবসাটি গ্রহণ না করে তাহলে লাভ কম হবে; আবার ঝুঁকি বেশি হওয়ার কারণে দেওলিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুনঃবীমার মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজের ব্যবসার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

(গ) স্থিতি (Accumulation)

ধরুন, একজন ব্যবসায়ী একটি জাহাজে করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিদেশে প্রেরণ করছে। এখন যদি প্রতিটি আইটেমের জন্য সে আলাদা আলাদাভাবে বীমা করে তাহলে তার খরচ বেশি পড়বে। এ ক্ষেত্রে সে সবগুলো পণ্যের বীমা এক সাথে করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার খরচ এবং প্রশাসনিক ঝামেলা কমে যাবে। এ ধরনের অবস্থায় বীমা কোম্পানি পুনঃবীমা করে ঝুঁকি কমাতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুনঃবীমা ঝুঁকির স্থিতি অর্থাৎ accomulation এ সহায়তা করে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১২.১

মূল বীমা গ্রহীতার সাথে পুনঃবীমাকারীর কোন সম্পর্ক নেই। মূল বীমা গ্রহীতা ও আদি বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি হবে সে চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা পুনঃবীমা নিয়ন্ত্রিত হবে। কোন কারণে প্রথম চুক্তি বাতিল হলে পুনঃবীমা চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. পুনঃবীমাকারী কে?
   ক) বীমা গ্রহীতা খ) বীমা কোম্পানি
   গ) বীমা গ্রহণকারী ঘ) কোনটি

২. বীমার উপর বীমা করা হলে তাকে কী বলে?
   ক) অগ্নিবীমা খ) নৌবীমা
   গ) জীবন বীমা ঘ) পুনঃবীমা

৩. নিচের কোন্‌টির কারণে পুনঃবীমা বাতিল হয়?
   ক) মূল চুক্তি বাতিল হলে খ) বীমাকারীর মৃত্যু হলে
   গ) বীমা কোম্পানি দেওলিয়া হলে ঘ) কোনটি নয়

৪. উদাহরণসহ পুনঃবীমার বর্ণনা দিন।

৫. পুনঃবীমা কী কী কারণে হয়ে থাকে তার কয়েকটির বিবরণ দিন।

পাঠ- ২ পুনঃবীমার পদ্ধতি (Methods of re-insurance)

উদ্দেশ¨

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ পুনঃবীমার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ☞ পুনঃবীমা সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ☞ পুনঃবীমার প্রয়োগ বর্ণণা করতে পারবেন।

নিচের দু'ধরনের পদ্ধতিতে ঝুঁকি পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করা যায়ঃ

(ক) ফ্যাকাল্টেটিভ (facultative) পদ্ধতি

এটিকে মূল পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি পিপ (slip)-এর মধ্যে প্রস্তাবিত ঝুঁকির পুরো বিবরণ দেওয়া হয় এবং এ slip ১টি স্বম্ভাব্য পুনঃবীমাকারীদের দেখানো হয়। পুনঃবীমাকারী তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটি গ্রহণ করতে পারে বা তা গ্রহণ নাও করতে পারে। যদি তারা গ্রহণ করে তাহলে ঐ slip -এর মধ্যে যে পরিমাণ অর্থের ঝুঁকি বহন করবে তা লিখবে এবং স্বাক্ষর করবে। এর মাধ্যমে পুনঃবীমাকারী প্রকৃতপক্ষে বীমাকারীকে গ্যারান্টি প্রদান করল। উল্লেখ্য যে পুনঃবীমা পলিসি সকলের কাছে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকে।

এ পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হল এতে পুনঃবীমাকারী অফিস নিজে পছন্দ অনুযায়ী ইনস্যুরেন্সের পরিমাণ নির্বাচন করতে পারে এবং কোন পদ্ধতি তা বীমাকারীকে প্রদান করবে সেটির জন্য প্রয়োজনীয় অবলেখন (Uinderwriting) কার্য প্রয়োগ করতে পারে।

(খ) চুক্তি (treaty)

ব্যাপক অর্থে এটি একটু ভিন্ন; তবে মূল নীতিগুলো একই ধরনের। এ ক্ষেত্রে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পুনঃবীমা কোম্পানির মধ্যে লিখিত চুক্তি হয় এবং ঝুঁকির সীমানা নির্ধারিত থাকে। কোন অবস্থাতেই পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো লিখিত চুক্তির হেরফের করতে পারে না। এখানে দেখা যায় যে, বীমা কোম্পানির চুক্তির সাথে party-এর চুক্তির পূর্বেই পুনঃবীমা কোম্পানির সাথে দেন দরবার হতে থাকে।

পুনঃবীমার প্রকারভেদ (Forms of reinsurance)

পুনঃবীমা মূলত দু'ধরনের হয়ে থাকে; নিচে এর বিস্ড়ারিত বিবরণ তুলে ধরা হলঃ

(ক) অংশদারীত্বমূলক (paricipating) বা আনুপাতিক (pro rata) পুনঃবীমা

মোট বীমা ক্ষতির পরিমাণ যখন পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বহন করে তখন তাকে অংশদারীত্বমূরক (participatory) পুনঃবীমা বলা হয়। ধরুন, বাংরাদেশের একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য বহনের জন্য USD 100,000/= এর একটি পুনঃবীমা পরিসিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর জন্য এ বীমা কোম্পানীটি জাপান, চীন তাইওয়ান এবং ইংল্যান্ডের চারটি বড় বীমা কোম্পানীর সাথে ২৫% হারে পুনঃবীমা চুক্তিতে আবদ্ধ হল। দেখা গেল জাহাজটি ডুবে গেল এবং বীমা কোম্পানির USD 100,000/= বীমাক্ষতি (Insurance Loss) হল। এবার পুনঃবীমা কোম্পানী ৪টি সমানভাবে এ ক্ষতির পরিমাণ প্রত্যক্ষ বীমা কোম্পানীকে পরিশোধ করবে। কী অনুপাতে ক্ষতিপূরণ করা হবে তা অবশ্যই পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়। এ অনুপাতের ভিত্তিতেই প্রত্যক্ষ বীমা প্রতিষ্ঠানটি পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম প্রদান করে থাকে। এ ধরনের অংশগ্রহণকারীমূলক পুনঃবীমা facultative বা treaty উভয় ধরনেই হতে পারে।

(খ) অনুনুপাতিক (non-proportional)

এ ধরনের পুনঃবীমার ক্ষেত্রে মূল বীমাচুক্তির সাথে বীমা ক্ষতি পুরণের জন্য ভিন্ন শর্তাবলী প্রয়োগ করা হয়। এটিও facultative বা treaty উভয় ধরনের হতে পারে।

এবার আসুন আমরা আরো কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

কোটা শেয়ার (Quota share)

এ পদ্ধতিতে পুনঃবীমাকারী কোম্পানি মূল বীমা কোম্পানির সকল ধরনের বীমার একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঝুঁকি শেয়ার করে। একটি একটি পূর্ব নির্ধারতি চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে মূল বীমা কোম্পানি তার পুরো ঝুঁকি শেয়ার করে। একটি একটি পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি। এ চুক্তির মাধ্যমে মূলবীমা কোম্পানি তার পুরো ঝুঁকি পুনঃবীমাকারীকে অর্পণ করে। ছোট ছোট বীমা কোম্পানির জন্য এ পদ্ধতি খুব উপযোগী। কারণ বীমা কোম্পানী কোন বছর মোটা অংকের ক্ষতির হাত থেকে টিকে যেতে পারে এবং মুনাফা অর্জনের একটি সাবলীল ধারা বজায় রাখতে পারে। এ পদ্ধতি হোল্ডিং এবং সাবসিডিয়ারী ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে অভ্যন্ড়রীন ব্যবস্থায় খুব উপযোগী।

উদ্বৃত্ত (Surplus)

ধরুন, পলিসির পরিমাণ হল USD 100,000/=। পুনঃবীমা করা হল USD 80,000/=। এক্ষেত্রে USD 20,000/= পরিমাণ মূল বীমা প্রতিষ্ঠান নিজের কাছে রেখে দেয়। এ পরিমাণকেই উদ্বৃত্ত (surplus) বলা হয় ঝুঁকির উপর নির্ভর করছে মূল বীমা কোম্পানি কি পরিমাণ পলিসি নিজের কাছে রাখবে। এ পদ্ধতি মূলবীমা কোম্পানীর জন্য অসুবিধাজনক এবং পুনঃবীমা কোম্পানীর জন্য সুবিধাজনক। তবে ছোট ছোট বীমা কোম্পানির জন্য এ পদ্ধতি সুবিধাজনক। যেহেতু পুরো পলিসির উপর পুনঃবীমা করতে হচ্ছে না সে কারণে পুনঃবীমা কোম্পানী অতিরিক্ত উৎসাহ পেয়ে থাকে। এটি মূলতঃ treaty-এর আওতাভুক্ত।

পুল (Pools)

সাধারণত বীমার বিদেশী বাজারে উদ্বৃত্ত এবং কোটা শেয়ার করার সময় পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে একটি pool গঠন করে। এ ধরনের পুল বীমা প্রতিষ্ঠান নিজেরা করতে পারে আবার সরকারও গঠন করতে পারে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বীমা ব্যবস্থায় এ ধরনের পুল প্রতীয়মান হয়। যেখানে বীমা ব্যবসার বাজার খুব দুর্বল সেখানে এ ধরনের পুল খুব উপযোগী।

পুল একটি সংগঠনও হতে পারে, যে সংগঠনের কতিপয় সদস্য থাকে। আনুপাতিক হারে সংগঠনের সদস্যগণ ঝুঁকি বহন করে।

বীমা ক্ষতির অতিরিক্ত অর্থ (Excess of loss)

এটি অনানুপাতিক পুনঃবীমা। মূলবীমা কোম্পানী কোন ঘটনা থেকে উদ্ভূত সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং তা বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকে। পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান ঐ পরিমাণের অতিরিক্ত ক্ষতি বহন করে। ধরুন, মূলবীমা কোম্পানী সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করল ৫০,০০০ টাকা। নিচে সারণীর মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলঃ

ক্ষতি টাকা	মূলবীমা টাকা	অতিরিক্ত চুক্তি টাকা
১০,০০০	১০,০০০	০
৫০,০০০	৫০,০০০	০
৭০,০০০	৫০,০০০	২০,০০০
১০০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
২৫০,০০০	৫০,০০০	২০০,০০০

যেখানে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি এবং বিচ্ছন্ন সেখানে, এ ধরনের পুনঃবীমা খুব উপযোগ।

পুনঃবীমার প্রযোগ (Application of re-insurance)

অগ্নী (fire)

অগ্নীবীমার ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ায় পুনঃবীমা পদ্ধতি খুব উপযোগী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া হারিকেন ঘুর্নিঝড়, বন্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ ধরনের বীমা খুব উপযোগী

নৌ ও আকাশ পথে (Marine and aviation)

নৌ বীমার ক্ষেত্রে পুনঃবীমা খুবই সাধারণ ব্যাপার।

দুর্ঘটনা (accedent)

দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এ ধরনের বীমার পরিমাণ খুব কম দেখা যায়।

জীবন বীমা (life)

কয়লার খনি, উড়োজাহাজের বীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি। এ সব ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির যে জীবন নাশের পরিমাণ বেশি হয়। সুতরাং এতে একটি বীমা কোম্পানির জন্য ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে যায়। এ ঝুঁকি নিরসনের জন্য বীমা কোম্পানিটি পুনঃবীমার আশ্রয় গ্রহণ করে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১২.২

পদ্ধতিতে একটি পিপ (slip)-এর মধ্যে প্রস্তাবিত ঝুঁকির পুরো বিবরণ দেওয়া হয় এবং এ slip ১টি স্বম্ভাব্য পুনঃবীমাকারীদের দেখানো হয়। পুনঃবীমাকারী তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটি গ্রহণ করতে পারে বা তা গ্রহণ নাও করতে পারে। যদি তারা গ্রহণ করে তাহলে ঐ slip -এর মধ্যে যে পরিমাণ অর্থের ঝুঁকি বহন করবে তা লিখবে এবং স্বাক্ষর করবে। এর মাধ্যমে পুনঃবীমাকারী প্রকৃতপক্ষে বীমাকারীকে গ্যারান্টি প্রদান করল। উল্লেখ্য যে পুনঃবীমা পলিসি সকলের কাছে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকে। এ পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হল এতে পুনঃবীমাকারী অফিস নিজে পছন্দ অনুযায়ী ইনস্যুরেন্সের পরিমাণ নির্বাচন করতে পারে এবং কোন পদ্ধতি তা বীমাকারীকে প্রদান করবে সেটির জন্য প্রয়োজনীয় অবলেখন (Uinderwriting) কার্য প্রয়োগ করতে পারে। সাধারণত বীমার বিদেশী বাজারে উদ্বৃত্ত এবং কোটা শেয়ার করার সময় পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে একটি pool গঠন করে। এ ধরনের পুল বীমা প্রতিষ্ঠান নিজেরা করতে পারে আবার সরকারও গঠন করতে পারে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বীমা ব্যবস্থায় এ ধরনের পুল প্রতীয়মান হয়। যেখানে বীমা ব্যবসার বাজার খুব দুর্বল সেখানে এ ধরনের পুল খুব উপযোগী। পুল একটি সংগঠনও হতে পারে, যে সংগঠনের কতিপয় সদস্য থাকে। আনুপাতিক হারে সংগঠনের সদস্যগণ ঝুঁকি বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. পুনঃবীমার ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে?
ক) বীমা কোম্পানী নিজে অন্য একটি বীমা কোম্পানির বীমা গ্রহীতা হয়।
খ) জীমা কোম্পানী নিজে অন্য একটি বীমা কোম্পানির কাছে পলিসি বিক্রয় করে।
গ) বীমা কোম্পানী নিজে অন্য একটি দাবী পুরনের জন্য একজন ধনি ব্যক্তির স্মরনাপন্ন হয়।
ঘ) কোনটি নয়।

২. পুনঃবীমা চুক্তি কখন বাতিল হয়?
ক) বিশ্বাস ভংগ হলে
খ) বীমা গ্রহীতা
গ) প্রথম চুক্তি বাতিল হলে
ঘ) কোনটি নয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১২.১

১. খ ২. ঘ ৩. ক